তারিখ 13 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সমকাল

পরীক্ষা না দিয়েই পাস!

কারিগরি বোর্ডে 'দুর্ধর্ষ' রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতি

চেয়ারম্যান-সচিবসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ ● মহিলা মাদ্রাসায় পাস দেখানো হয়েছে পুরুষদেরও

■ সাব্বির নেওয়াজ

মো. আল আমিন হোসেন। ২০১৪ সালে পাবনার বেড়ার একটি মাদ্রাসা থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে নবম শ্রেণির ছাত্র হিসেবে এই নামটি নিবন্ধিত (নম্বর ৫৫১১৮৫) হয়। কিন্তু এই নিবন্ধন নম্বরে ২০১৬ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দিয়ে যিনি ৪.৩২ জিপিএ পেয়ে পাস করেছেন তিনি আল আমিন নন। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর নাম মো. আসিক রহমান (কাদের)। তাহলে আল আমিন কোথায় গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনোর মতোই বেরিয়ে এসেছে ভয়ংকর জালিয়াতির তথ্য। শিক্ষার্থী নিবন্ধন নিয়ে একটি দুষ্টচক্রের সন্ধান মিলেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হয়ে এবং পরীক্ষায় অংশ না নিয়েই 'পাস' করা যাচ্ছে এ বোর্ড থেকে। পাওয়া যাচ্ছে সনদও। এর জন্য কেবল মোটা অঙ্কের টাকা গুনলেই চলে। ২০১৬ সালের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষাতেই এমন ১৫ শিক্ষার্থীর সন্ধান মিলেছে।

জানা গেছে, অর্থের বিনিময়ে 'ভুয়া শিক্ষার্থীদের' পাস করাতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একটি চক্র রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতির আশ্রয় নিচ্ছে। তারা নবম শ্রেণিতে ভুয়া নাম ঠিকানায় কিছু শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে রাখে। দুই বছর পর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগে রাতারাতি সেই সব নাম-ঠিকানা পাল্টে যায়। এ ছাড়া ফেল করা শিক্ষার্থীদের পাস দেখানোর মতো অবিশ্বাস্য অনিয়মও পাওয়া গেছে। জালিয়াতি করতে গিয়ে মহিলা মাদ্রাসার নামে পুরুষ শিক্ষার্থীদের পাস দেখানোর ঘটনাও এ বোর্ডে ঘটেছে। জাল-জালিয়াতির পুরো ঘটনা ধামাচাপা দিতে বোর্ডের কম্পিউটার থেকে সব ডাটা মুছে ফেলা হয়েছে। এসব ঘটনা ধরা পড়েছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তদন্তে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) একেএম জাকির হোসেন ভূঁঞা ও উপসচিব (কারিগরি) সুবোধ চন্দ্র ঢালী গত দুই মাস ধরে তদন্ত চালিয়ে এই জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটন করেন। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

পরীক্ষা না দিয়েই পাস!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তারা এ ঘটনার জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, সচিব নায়েব আলী মণ্ডলসহ সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন। গত সপ্তাহেই ওই তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও সচিব মো. আলমগীরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তদন্ত কমিটির ৪০৭ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে সব মিলিয়ে আট ধরনের জালিয়াতির তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো– কারিগরি শিক্ষাবোর্ড একজনের পরিবর্তে অন্যজনকে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নয় এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধান রেজিস্ট্রেশনের জন্য নাম পাঠাননি, তবু বোর্ড এমন ছাত্রদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছে, একই রোল ও রেজিস্ট্রেশনের বিপরীতে একাধিক নামে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়েছে, এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ফল জালিয়াতির মাধ্যমে পাস করানো হয়েছে, নবম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলেও ৪.২৩ জিপিএ দেখিয়ে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে এবং নিয়ম না থাকলেও তিন বিষয়ের অধিক বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীদেরও দশম শ্রেণিতে তোলা হয়েছে।

জালিয়াতি যেভাবে : পাবনার বেড়া উপজেলার বেড়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার নামে ২০১৬ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৬ শিক্ষার্থীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে বলে অভিযোগ পেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। দুই সদস্যের ওই তদন্ত কমিটি তদন্ত শুরু করার পর একের পর এক জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হতে থাকে। তদন্তকালে শুধু এই একটি পরীক্ষাতেই এমন ১৫ জন ভুয়া শিক্ষার্থীর সন্ধান মেলে, যারা পরীক্ষা না দিয়েই পাস করে গেছে। তাদের পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা বোর্ডের কাছে চাওয়া হলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা তদন্ত কমিটিকে দিতে পারেনি। যদিও রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীদের এসব তথ্য তাদের কাছে থাকার কথা ছিল।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগে থেকেই ভুয়া নামে কিছু শিক্ষার্থীর নাম রেজিস্ট্রেশন করে রাখা হয়েছিল। ভুয়া বোর্ড ফাইনালে তিনি মো. আতিক হাসান, নামে ৪.১৮ জিপিএ নিয়ে এসএসসি ভোকেশনাল পাস করেন। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম নামগুলো ভুয়া। দ্বিতীয় নামের ছাত্ররা টাকার বিনিময়ে বোর্ড থেকে এসএসসি সনদ 'কিনে' নিয়েছেন।

সার্টিফিকেট কেনা ভুয়া শিক্ষার্থী কারা : বেড়া ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল বেড়া বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রধানই উল্লিখিত শিক্ষার্থীরা তাদের নয় এবং তাদের কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন। তদন্তকালে ভুয়া ১৫ শিক্ষার্থীর আটজনের পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, তারা প্রত্যেকে বেড়ার পার্শ্ববর্তী উপজেলা শাহজাদপুরের। তারা হলেন– মো. আশিক রহমান কাদের, গ্রাম জিগারবাড়িয়া, ডাকঘর নগরচালা, উপজেলা শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ, একই উপজেলার মো. আতিক হাসান, গ্রাম চর বেলতৈল, ডাকঘর বেলতৈল, মো. কালাম হোসেন, গ্রাম রানীকোলা, ডাকঘর পোরজোনা; মো. আমির হামজা, গ্রাম মূলকান্দি টোকপাড়া, ডাকঘর বেলতৈল; সুমন হোসাইন, গ্রাম লোচনাপড়া, ডাকঘর বেলতৈল; আসাদুজ্জামান, গ্রাম পান্নাতপুর, ডাকঘর শাহজাদপুর; মুনজিলা খাতুন, গ্রাম তালগাছি, ডাকঘর শাহজাদপুর এবং মোছাম্মত কশী, গ্রাম পোতাদিয়া, ডাকঘর পোতাদিয়া।

তদন্ত কমিটির সদস্যরা সমকালকে বলেন, বেড়া ফাজিল মাদ্রাসার ভর্তি রেজিস্টার, নিয়মিত বেতন বই পরীক্ষা করেও এই নামে কোনো শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব মেলেনি। মাদ্রাসার সুপারও দাবি করেন, এরা তার শিক্ষার্থী নন। তিনি তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করতেও পাঠাননি বোর্ডে। এরপরও তাদের এই মাদ্রাসার নামে রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে পাস করিয়ে সনদ দেওয়া হয়েছে।

সমকালের অনুসন্ধান : সমকালের অনুসন্ধানে দেখা যায়, বেড়া মহিলা ফাজিল মাদ্রাসায় ২০১৪ সালে ভর্তি হয়েছিল ১২৩ শিক্ষার্থী। ২০১৬ সালের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার্থীরা ২০১৪ সালে নবম শ্রেণিতে